দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

46

বৈঠকে মতৈক্য ঃ ছাত্ররা হল ছেড়ে যাবে

যত দ্রুত সম্ভব ভার্সিটি খুলে দেয়া হবে ঃ ভি সি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অবস্থানরত ছাত্রদের চাপের মুখে ভাইস চ্যান্সেলর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যত দ্রুত সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি খুলে দেয়া হবে এবং ক্লাস-সমূহ চালু করা হবে।

গতকাল ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর ছাত্ররা হল ছাড়তে রাজী হয়।

এর আগে সকাল এগারটায় বিভিন্ন হলে অবস্থানরত ছাত্ররা মিছিল নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সামনে গিয়ে অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্ররা অবিলম্বে হল খুলে দেয়ার দাবী জানায়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে সাত-দফা দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

ছাত্রদের সাত-দফা দাবীর মধ্যে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

খুলে দেয়া হবে ঃ ভি সি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে হবে, যেসব ছাত্র-ছাত্রী হলে অবস্থান করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যেসব ছাত্রের নামে জিয়া হলের প্রভোস্ট নোটিশ জারী করেছেন তা প্রত্যাহার করতে হবে, কর্তৃপক্ষকে ঘোষণা দিতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায় না, কর্তৃপক্ষকে ঘোষণা দিতে হবে- কোন্ কোন্ মহলের অসহযোগিতায় এবং কাদের দায়িত্বহীনতায় তারা বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা সন্ত্রাস করে এবং কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল এদের মদদ যোগায় তা প্রকাশ্যে বলতে হবে, মধুর ক্যান্টিন বন্ধ রাখার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে।

ভাইস চ্যান্সেলর এসব দাবী নিয়ে আলোচনার জন্য ছাত্রদের বিকাল পাঁচটায় তার বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান।

বিকালে দু'পক্ষের মধ্যে আড়াই ঘন্টাব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রদের কাছে অনেক কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, এই মুহূর্তে তিনি এসব বিষয় প্রকাশ্যে বলতে পারবেন না। তবে প্রতিশ্রুতি দেন, অচিরেই তিনি এসব কথা জাতির সামনে তুলে ধরবেন।

বৈঠকে ছাত্রদের চাপের মুখে ভাইস চ্যান্সেলর সাত-দফা দাবীর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে লিখিত ঐকমত্যে উপনীত হন। এই লিখিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছাত্ররা হল ছেড়ে যেতে রাজী হয়।

লিখিত ঐকমত্যে বলা হয়, এখন থেকে ক্যাম্পাসে যে কোনো সংঘর্ষ, হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব বহন করবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ। সকল রাজনৈতিক দলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, তাদের সংগঠনে যে সব অস্ত্রধারী মাস্তান আছে সেসব দুষ্কৃতকারীদের বহিষ্কার করা হবে। সন্ত্রাস দমনে ক্যাম্পাসে পুলিশ বাহিনী আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে। সকল ছাত্র সংগঠনকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে— ক্যাম্পাসে অপরাধ দমনে পুলিশ পদক্ষেপ নিলে তার বিরুদ্ধে কোন সংগঠন প্রতিবাদ করবে না। পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। কোন সাধারণ ছাত্র যাতে হয়রানির শিকার না হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা নিশ্চিত করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যত দ্রুত সম্ভব হল খুলে দেবেন এবং ক্লাস চালু করবেন।

সন্ত্রাসের জন্য সার্বিকভাবে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সমাজকে দায়ী করে বিভিন্ন মহলে যে মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে তা সঠিক নয় বলে বৈঠকে মন্তব্য করা হয়।

মিছিল-সমাবেশ-অনশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ ঘোষিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, অনশন ধর্মঘট ও স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচী পালন করে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবীতে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূলের দাবীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি পেশের আগে দু জায়গাতেই ফ্রন্টের উদ্যোগে দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বেলাল চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নাঈমউদ্দীন সমাবেশ দুটিতে বক্তৃতা করেন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে যে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায় না— একথা অতীতে বহু-বার প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ মিলন ও মাহবুবের হত্যাকারীরা পুলিশের নাকের ডগায় অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, অথচ পুলিশের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ ঘোষিত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবী জানান।